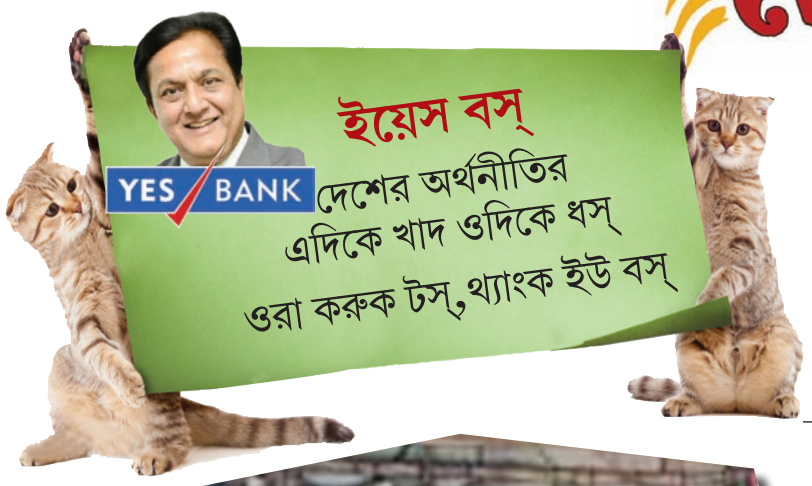

চৈত্র এলে চিত্ত দোলে। শুধু যে ফুরফুরে প্রেমের জন্য তা নয়, চৈত্র সেলের জন্যও গিন্নিবান্নিদের মনটা ঘুরঘুর করে। ছাড়ের মহাহাট বসে যায় ফুটপাত থেকে ঝলমলে শপিং মলে। সবেতেই মহাছাড়। সেই ছাড়ের আনন্দে ছাড়াছাড়ির বালাই নেই, কিন্তু এবার যে ছাড়তেই হচ্ছে! করোনাতঙ্কের কারণে! ১ম পর্ব

করোনাতঙ্ক

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করে কাশছে...

শিক্ষকরা ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন...

চৈত্র এলে চিত্ত দোলে

ট্যারা বাঁকা

মৃত্যুর গন্ধ জমায়েতও বন্ধ

করোনার ভয়ে ভীত
আজ সারা বিশ্ব,
মাস্ক এঁটে ঘোরে সবে
দেখি একি দৃশ্য!
পথেঘাটে লোক কম
ভয়ে সব কাঁপছে,
আতঙ্ক দ্রুতবেগে
ঘাড়ে এসে চাপছে!
স্কুলে স্কুলে ছুটি আজ
জমায়েত বন্ধ,
ছড়িয়েছে পৃথিবীতে
মৃত্যুর গন্ধ!
মহামারী রূপ নিল
ভাইরাস করোনা,
পাশে আছে বিজ্ঞান,
ভয় কিসে? লড়ো না!

অংশুমান চক্রবর্তী

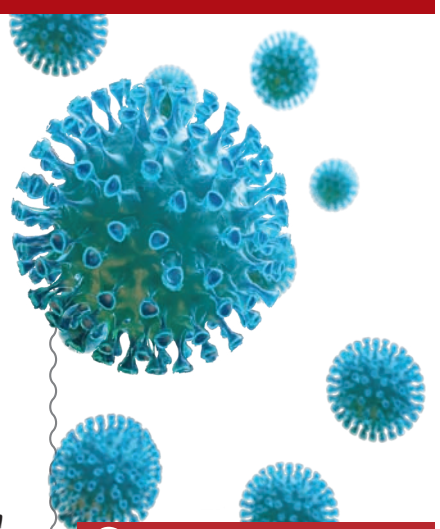

বিদায় হও

করোনা তুমি এসেছ কেন? এই ধরণীর বুকে।
তোমার জন্য বিশ্ববাসীর ঘুম গিয়েছে ছুটে।
করোনা তুমি কেড়ে নিয়েছ সবার শান্তি সুখ,
তোমার জন্য আজ বিবর্ণ চিনের হাসিমুখ।
জানি না এসব মিটবে কবে, খুলবে কবে জট?
স্কুল এবং কলেজ বন্ধ, বন্ধ বেলুড় মঠ।
করোনা তুমি বিদায় হও নিয়ে সবার কষ্ট,
বিলীন হয়ে যাও আকাশে বলছি আমি পষ্ট।

রাকেশ দাস

মল ঘেঁটে

পার্থসারথি গোস্বামী

জলের দরে কিনে ড্রেস, চৈত্রের অফারে
গ্রামে ফেরে পাঁচু-রাম,আহা সে কি বাহারে!
ফুটবল ক্যাপ্টেন হলধর হালদার
চেয়ে রয় পাঁচু পানে, চোখ করে গোল তার।
আহা আহা করে রব, হলধর বাতলায়
অপরূপ সাজ দেখে, চোখ যে জুড়িয়ে যায়।
কোথা পেলি এ ডেরেস, বল ওরে পাঁচু রায়
এ পোশাক দেখি শুধু, সিনেমার পর্দায়।
বলরাম তামলির রেডিমেড দোকানে,
একগাদা দাম নেয়, তবু জিরো ফ্যাশান-এ।
সে তারিফ শুনে পাঁচু, করে ছাতি চওড়া,
বলবার আগে করে, ভয়ানক মহড়া।
বলে, এ এমন কী, আরও আছে স্টকেতে
এ পোশাক চৈত্রতে মেলে শুধু মলেতে।
পাঁচুর সে কথা শুনে, হারু তেলে-বেগুনে,
এই বুঝি পোড়াবে তারে, ক্রোধেরই সে আগুনে।
'গেরামের মাল বলে, বোকা আমি ভেবেছিস,
শহরে থাকিস বলে, নিজে হনু হয়েছিস?
আমাদের মাঠেঘাটে পড়ে কত মল-মূত্র,
কোথাও তো নেই কোনও পোশাকের সূত্র!
চৈত্রতে শহুরেরা কি এমন খানা খায়,
তাদের সে মল ঘেঁটে ড্রেস-বেশ পাওয়া যায়!'

সেল বাজার

রবীন বসু

ফাল্গুন গেল, চৈত্র এল
মনটা বেজায় খুশি,
ফুটপাতে আজ চৈত্রসেল
মা ডাকছে, আয় টুসি!
নতুন ফ্রক নতুন জামা
হরেক রকম ফিতে,
চুলের ক্লিপ মাথার কাঁটা
হাত পড়ে যে টিপে!
মা হাসছে খুকিও হাসছে
কিনবে অনেক কিছু,
ছাড় পাচ্ছে, দাম কমেছে
মেয়ে হাঁটে মার পিছু!
কত টাকা? অনেক বোধহয়
লক্ষ্মীর ঘট ভাঙা,
পাই পাই করে জমা করা এই
দুখের করুণ ডাঙা।
সারা বছর ঘর সংসার
সারা বছর আশায়,
চৈত্রসেলে কিনবে সবই
ভাসে খুশি হাওয়ায়।
মা-মেয়ে আজ হাসছে বেজায়
কথা বলে সেল-বাজার,
মধ্যবিত্ত জীবনই কিনছে
বাকি যা, পরে আবার!

কাজের কিছু মেলে!

আভা সরকার মণ্ডল

চৈত্র মাসটি এলে
ফুটপাত জুড়ে চৈত্র সেলের
ভিড়ভাট্টা হয় ঠেলে।
কাজকর্ম লাটে তুলে
যেতেই হবে সেলে
ছেঁড়াফাটা ছাড়াও যদি
কাজের কিছু মেলে!
প্রয়োজন তার, থাক বা না থাক
হোক বা কিছু দেনা,
তবু তো ভাই বলতে পারি
চৈত্র সেলে কেনা!!

চৈতীর চিত্ত

অশোক কুমার ঠাকুর

চৈতীর চিত্ত, ভয়ে থাকে নিত্য
এই বুঝি জুড়ে দেয় করোনায় নৃত্য।
কারোরই, করোনা নয়
হাঁচিতে, করোনা ভয়
সাবধান যতই করুক, ভয়ে মরে চিত্ত।
চিন থেকে যত কিছু আসে এই বঙ্গে
করোনাও চোরাপথে পণ্যের সঙ্গে
চলে আসে চুপিসারে
নীরবে খুশি কারে
তার পরে বলো ভাই থাকি কোন রঙ্গে!

করোনা তব যে পথে!

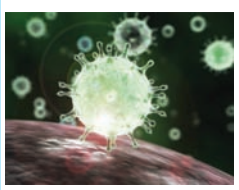

কবিরা নাকি ভুয়োদর্শী হন! কবিঠাকুর লিখেছিলেন, 'পশ্চিমী আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে আনে যত উপহার।' এ রাজ্যে করোনার প্রবেশেও ঠিক তাই। পশ্চিমী বান্ধবীর সঙ্গে চটরপটর করতে গিয়ে চিকিৎসক-পুত্র তথা নবান্নের দাপুটে অফিসারের লাল্টু সোনা করোনায় আক্রান্ত। এবং তিনি 'উপহার' নামক বিত্ত-বৈভবে পূর্ণ আবাসনের বাসিন্দাও বটে! ওদিকে আর এক কবি নবনীতা লিখেছিলেন, 'করুণা তব যে পথে'! বাঙালিরও হাড়েগোড়ে করো না! ছোট থেকেই, 'এটা করো না, ওটা করো না'! দুষ্টুমি করো না! বজ্জাতি করো না! অঙ্কে ভুল করো না! এবং আরও... কোন 'না' শুনতে শুনতে আপনার কান পচে-প হয়ে গেছে? লিখে পাঠান ১২৫ শব্দে ২৫ মার্চের মধ্যে--**ঘেঁটে ঘ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬, ই-মেল** ghentegha@gmail.com